চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা

চট্টগ্রাম

মোবাইল নং- ০১৮২৪৪৭৭৬৯৩

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি) ২৫ জানুয়ারী ২০২৩ খ্রি.

চট্টগ্রামে ইসলামের প্রসারে মূল কৃতিত্ব পীর-আউলিয়াদেরঃ মেয়র

পীর-আউলিয়াদের আত্মত্যাগেই চট্টগ্রামে ইসলাম প্রসার লাভ করেছে বলে মন্তব্য করেছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের (চসিক) মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. রেজাউল করিম চৌধুরী।

বুধবার রাতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে চট্টগ্রামের আমানত শাহ, গরীবুল্লাহ শাহ এবং মিসকিন শাহ দরগাহে শীতার্ত ব্যাক্তিদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ ও মতবিনিময়কালে তিনি এ মন্তব্য করেন।

মেয়র বলেন, পীর-আউলিয়ারা বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে এদেশে এসে ইসলামের আলো ছড়িয়েছেন। আমার পূর্ব পুরুষ বহরদার পরিবারের পূর্বতনরাও সুদূর ইয়েমেন থেকে ব্যবসা ও ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে এদেশে আসেন। তৎকালীন সময়ে জাহাজের সমষ্টিকে বহর বলা হতো আর জাহাজের মালিককে বলা হতো বহরদার। পরবর্তীতে এদেশের মানুষের ভালবাসায় সিক্ত হয়ে তারা চট্টগ্রামেই স্থায়ী হন এবং ইসলাম প্রচার ও মানবসেবায় মনোনিবেশ করেন। এজন্য আমি সুযোগ পেলেই বিভিন্ন মাজারে গিয়ে প্রশান্তিলাভ করি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শীতার্ত মানুষের প্রতি দাড়ানোর আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমি মাজারে আশ্রয় নেয়া দরিদ্র মানুষদের হাতে কম্বল তুলে দিতে পেরে আনন্দিত।

“বাংলাদেশের মানুষ চট্টগ্রামকে চিনে বারো আউলিয়ার পূণ্যভূমি হিসেবে।পীর-আউলিয়ারা সব ধর্মের মানুষকে নিয়ে শান্তির সমাজ গড়ার চেষ্টা করেছেন। তাদের অসাম্প্রদায়িক নীতি ও বিশ্বাসের প্রতি প্রধানমন্ত্রীসহ আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা শ্রদ্ধাশীল। বঙ্গবন্ধুর অসাম্প্রদায়িকতার আদর্শের মূলনীতি হলো প্রতিটি মানুষ তার ধর্ম পালনের পূর্ণ স্বাধীনতা ও সুযোগ পাবে। এই নীতি হোক স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার আলোকবর্তিকা।” এসময় মেয়রের সাথে চসিকের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষায় বিনিয়োগ সর্বশ্রেষ্ঠ বিনিয়োগঃ মেয়র

স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে শিক্ষায় বিনিয়োগের মাধ্যমে সবচেয়ে ভালো ফলাফল পাওয়া সম্ভব বলে মন্তব্য করেছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের (চসিক) মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. রেজাউল করিম চৌধুরী। বৃহস্পতিবার আয়ুব বিবি সিটি কর্পোরেশন স্কুল ও কলেজের গভর্নিং বডির সাথে আলাপকালে তিনি এ মন্তব্য করেন।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির গভর্নিং বডির সভাপতি সিটি মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই বাজেটে শিক্ষাখাতের বরাদ্দ বাড়িয়ে চলেছেন। কারণ প্রধানমন্ত্রী যে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার জন্য কাজ করছেন তা কেবল শিক্ষার আধুনিকায়নের মাধ্যমেই সম্ভব। প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার এই স্বপ্নকে বাস্তবায়নের লক্ষে বাংলাদেশে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন শিক্ষাখাতে বিনিয়োগ করে। আশা করি আগামীর চট্টগ্রামের প্রজন্ম হবে স্মার্ট প্রজন্ম, সুশিক্ষিত দেশপ্রেমিক প্রজন্ম।

এসময় উপস্থিত ছিলেন গভর্নিং বডির অভিভাবক সদস্য মোহাম্মদ আজিম আলী, তাহের আহমদ, জাহানারা বেগম আশা, শিক্ষক প্রতিনিধি মোঃ মাহবুবুর রহমান, আবদুল ওয়াহাব, কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ও সদস্য সচিব মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান প্রমুখ।

স্বাক্ষরিত/-

(কালাম চৌধুরী)
জনসংযোগ কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
মোবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩